

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অশ্লীলতা বোধ ।

সমাজ বিজ্ঞানীদের মতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীই হলো সমাজের চালিকা শক্তি । এরা বিজ্ঞানী, বুদ্ধিজীবী, সমাজ সেবক, পুঁজিবাদের সহায়ক শক্তি । নিজ স্বার্থের জন্য আবার এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীই সব রকম অনৈতিক কাজ করতে পারে । এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীই দেশের জন্য জীবন বিসর্জন দেয় এবং সমাজ বিপ্লব ঘটায় । এরাই তত্ত্ব উপস্থাপন করে, আবার এরাই তত্ত্বে বিভ্রান্ত হয় । শ্লীলতার কথা এরাই বলে, আবার অশ্লীলতা এরাই করে । এই মধ্যবিত্তই শ্লীলতা ও অশ্লীলতার সংজ্ঞায় বিভ্রান্ত হয় । যখন কোন তরুণ বিদেশী বাংলাদেশের ৯০% মানুষকে অজ্ঞ ও অভদ্র বলে বা দেশী কোন ব্যক্তি বিশেষকে গর্ধ্ব, ছাগল বা ভাঙা হিসাবে আখ্যায়িত করে, তখন বিষয়টি কোন কোন মধ্যবিত্তের অশ্লীলতার সংজ্ঞায় পরে না । তারা লেখাটি আনন্দের সাথে প্রকাশ করে দেন । কারণ তারা মনে করেন, দেশ বা জাতি অথবা তাদের একজনকে জুতা মারলেও তাদের প্রেসটিজে আঘাত দেয়া যাবে না । বাংলায় একটি প্রবাদ আছে ‘যেমন কুকুর, তেমন মুগুর’ । উক্ত নীতিতে বিশ্বাসী মধ্যবিত্ত শ্রেণী চ্যুত কোন ব্যক্তি নিজ দেশ বা জাতির সম্মানার্থে এবং নিজ আত্মরক্ষার্থে প্রতিবাদ করলে, তখন হোয়াইট কলার মধ্যবিত্তের কোন কোন অংশ প্রতিবাদকারীর শব্দ চয়নের মধ্যে অশ্লীলতা খুঁজে পেয়ে, কেউ লেখাটি পোস্ট করা থেকে বিরত থাকেন, কেউ শেষাংশ বাদ দেয়ার জন্য অনুরোধ করেন, আবার কেউ কিছু শব্দের উপর লাল কালির দাগ দিয়ে লেখাটি পোস্ট করেন ।

কোন রকম ভনিতা ছাড়াই ‘ধর্ম নিরপেক্ষতা কি এবং কেন ?’ লেখাটি তিনটি ওয়েব সাইটে এবং নিউ ইয়র্কের দু’টি বাংলা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে । তাই দেখা যাচ্ছে যে, এই ওয়েব সাইট ও পত্রিকাগুলির সাথে জড়িত মধ্যবিত্তদের অশ্লীলতার সংজ্ঞা অন্যদের থেকে ভিন্ন প্রকার । ‘কুত্তা সামলান’ মন্তব্যটি ডেইলি সংবাদ পত্রিকার কার্টুনে থেকে নেয়া হয়েছিল । উক্ত কার্টুনে পুলিশ ও চাঁদাবাজের মাঝখানে এক ভিক্ষুক পুলিশকে বলছিলেন, ‘স্যার ভিক্ষা চাই না, কুত্তা সামলান’ । উক্ত পত্রিকাও মন্তব্যটির মধ্যে অশ্লীলতা খুঁজে পায় নাই ।

ভারতীয় বাঙ্গালীরা স্বাধীন কি পরাধীন, তা বিবেচনার দায়িত্ব ভারতে বসবাসকারী বাঙ্গালীদের । বিষয়টি রাজনৈতিক । রাজনৈতিক কারণে বঙ্গ বিভাজিত । যেমনটি জার্মান হয়েছিল । জার্মান আবার একত্রিত হয়েছে । অনুরূপ ভাবে বঙ্গ একত্রিত হবে কি, হবে না বা উপমহাদেশের রাজনৈতিক ম্যাপ ভবিষ্যতে কি হবে, তা নির্ধারণের দায়িত্ব ইতিহাসের । ইউরোপের বহু দেশই ছোট, কিন্তু তারা স্বাধীন । আমাদের পাশের দেশ নেপাল খুবই ছোট কিন্তু ভারতের সাথে যুক্ত হোতে চাবে না ।

এতদকাল সেতারা হাশেম কর্তৃক বহনকৃত মশাল সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে প্রাকৃতিক নিয়মে ইন্টারনেটে এক তরুনের আগমন ঘটেছে । স্বাগতম তরুন । দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাটিয়ে সাহস নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও, আমরা তোমার পিছনে আছি ।

সেতারা হাশেম

০৩/৩০/০৬